বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩১ মার্চ, ২০২৬

৪৯ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৬ এপ্রিল, ২০২৬, সোমবার, ২২ চৈত্র, ১৪৩২
Vol. 49, Issue No. 14, Monday, 6 April 2026

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

মনোয়নপত্র দাখিল করবেন বামফ্রন্টের প্রার্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ এপ্রিল : ৬ এপ্রিল মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু হবে। সিপিআই(এম) বর্ধমানে দুটি মহকুমা দপ্তরেই মনোনয়নপত্র দাখিল করবে। মনোয়নপত্র দাখিল করবেন খণ্ডঘোষ-এর রামজীবন রায়, বর্ধমান দক্ষিণ-এর সুদীপ্ত গুপ্ত, রায়নার সোমনাথ মাঝি, জামালপুরের বামফ্রন্ট সমর্থিত মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সমর হাজরা, মেমারি কেন্দ্রের জন্য কৃষাণু ভদ্র, বর্ধমান উত্তর মামণি মণ্ডল রায়, ভাতর কেন্দ্রের সাহিনা খাতুন, আউশগ্রামের চঞ্চল কুমার মাজি ও গলসী কেন্দ্রের জন্য মণিমালা দাস। বর্ধমান জেলার ষোলটি বিধানসভার জন্য ২ এপ্রিল নোটিফিকেশন হয়েছে। মনোনয়ন পত্র দাখিল করার শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল। স্ক্রুটিনির শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল। নমিনেশন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল। জেলায় ৪৫০৮টি বুথ। ২৫৯ খণ্ডঘোষ (এস.সি) ২৭১ বুথ। ২৬০ বর্ধমান দক্ষিণ—২৯৯, ২৬১ রায়না (এস. সি)—২৮৭, ২৬২ জামালপুর এস.সি ২৫৮, ২৭৩ মন্তেশ্বর—২৮০টি, ২৬৯ পূর্বস্থলী উত্তর—২৭৬টি, ২৭০ কাটোয়া—৩০১টি, ২৭১ কেতুগ্রাম— ২৯৭টি, ২৭২ মঙ্গলকোট— ২৮৩, ২৭৩-আউসগ্রাম— ২৭১টি, ২৭৪ গলসী (এস.সি) ২৯৭টি বুথ। গলসী বিধানসভা কেন্দ্রের ৮৫টি বুথ কাঁকশা ব্লকের ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়েছে যা পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অবস্থিত।

সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম বাদ পড়ায় বিক্ষোভ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ মার্চ : সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় প্রকৃত ভোটারদের রাশি রাশি নাম বাদ পড়ায় এদিন সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় কালনা ও মন্তেশ্বরে। কালনার নিভুজি মোড়ে দীর্ঘ দু-ঘণ্টা অবরোধ চলে। কিন্তু মন্তেশ্বরের মাউসা বাজারে বিক্ষোভ চলাকালীন সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ করে। ২৬৪ কালনা বিধানসভার সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ হতে দেখা যায় সংখ্যালঘু এলাকায় প্রচুর প্রকৃত ভোটারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন কালনা বিধানসভার ৯২ বুথে (কোম্পানি ডাঙ্গা) ভোটারদের ১৬১ জন পুরুষ এবং ১০৫ জন মহিলা মোট ২৬৬ জন ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ৭৯ নম্বর বিজয়নগরে বাদ পড়েছে ২১৯ জন। ৯১ নম্বর মাগুলগাড়া বুথে ১৪১ জন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কালনা বিধানসভা সংলগ্ন ২৬৮ পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথ রয়েছে। যেমন ২৫৭ উদয়গঞ্জ, ২৫৮ এবং ২৫৯ কালিনগর। ২৫৮ কালিনগর বুথে মোট ৩২৬ জন বিচারাধীন থাকা ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। কালিনগর গ্রামের নকির শেখ সহ অনেকেই যে ২০০২ সালের আগে থেকেই ভোট দিয়ে আসছেন। কালনার নিভুজিবাজার এলাকার নঈম শেখকে ডিলিট করা হয়েছে। তার বাবার নাম ২০০২ ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত এবং নঈম শেখ নিজে কালনা কলেজ থেকে স্নাতক। এইরকম অসংখ্য প্রকৃত ভোটারকে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় ডিলিট দেখানো হয়েছে। এর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ভোটাররা সকাল সাড়ে নটা নাগাদ নিভুজি মোড়ে এস টি কে কে সড়ক অবরোধ করেন। একই কারণে এদিন মন্তেশ্বরের মাউসা বাজারে অবরোধ করেন সাধারণ মানুষ।

ধর্ম বেছে বেছে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষের ওপরে খাঁড়া নামিয়ে এনেছে। সিপিআই(এম) কালনা-২ এরিয়া কমিটি সিঙ্গারকোণ হাটতলায় বিক্ষোভ দেখায়।

সিপিআই(এম) মেমারি ১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে, মেমারি বিধানসভার সিপিআই(এম) প্রার্থী কৃষাণু ভদ্রের সমর্থনে এদিন বিকেলে মেমারির পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সব প্রকৃত ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত

—এরপর চারের পাতায়

বর্ধমান উত্তরে সিপিআই(এম) প্রার্থী মামনি মণ্ডল রায়ের প্রচারে ব্যাপক সাড়া

পার্থ প্রতিম কোঙার, বর্ধমান : লালদুর্গ বর্ধমান উত্তর বিধানসভার সিপিআই(এম) কর্মীরা ভয়ের আগল ভেঙে জোরদার প্রচারে নেমেছে। প্রদীপ তা, কমল গায়েন-কে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা খুন করার পর কর্মীশূন্য হয়ে পড়ে সিপিআই(এম)। এবার ছবি বদলেছে। লাল ঝাণ্ডাকে যেন ছাড়িস না, বাপ-ঠাকুরদার সেই কথাগুলি যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে চাকুন্দি'র পার্থ বাগ। প্রার্থী গ্রামে প্রচারে আসবে তাই গ্রামে পতাকায় স্বযত্নে নিজের হাতে সাজিয়েছেন তিনি সাত সকালেই। এ গাঁয়ে নানা ভাবে বিভাজনের রাজনীতি, প্রলোভন, হুমকি, সন্ত্রাসের পরও এখানকার আদিবাসী মানুষরা লাল ঝাণ্ডা ছাড়েননি। বর্ধমান উত্তর বিধানসভার নবস্থা-১ অঞ্চলের আদিবাসী মহিলারা যেন তৈরি ছিল তাঁদের আপনজন সিপিআই(এম) প্রার্থীকে নিজেদের আঙ্গিকে বরণ করবেন বলে। ধামসা, মাদলের তালে আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে প্রার্থী মামণি মণ্ডল রায়-কে বরণ করে নিয়ে নাচলেন, গান গাইলেন। শোনালেন তাঁদের জীবন যন্ত্রণার কথাও। লাল ঝাণ্ডার এই প্রচারের স্থানীয় মানুষের সাথে বোঝাপড়া ঠিক যেন গ্রামের আপনজন হয়ে এসেছেন সামনে বড় লড়াই, সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের বার্তা দিতে।

কৃষকরা বলেছেন, ধান, আলু কিনবেন এমন ঘোষণা করেছিল মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বর্ধমান উত্তর বিধানসভার নবস্থা-১

—এরপর তিনের পাতায়

রায়না বিধানসভাকে ছিনিয়ে নেবার লড়াইয়ে এগিয়ে সিপিআই(এম)

কিশোর মাকর : গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে টের পেয়েছে শাসক। ভোট লুট, ছাপ্পা করেও আটকাতে পারেনি পলাসন পঞ্চায়েত। সমগ্র রায়না-১ ব্লকের একমাত্র পঞ্চায়েত মাথা উঁচু করে পঞ্চায়েত চালাচ্ছে। অন্যান্য পঞ্চায়েত গুলিতে ভোটলুট, ছাপ্পা করার পর গণনায় বিডিও ও প্রশাসনের মদতে জেতা আসন পাল্টে দেয়। গণনা কেন্দ্র থেকে এজেন্টদের বার করে দেয়। তাতেও রায়না বিধানসভায় সিপিআই(এম) ৩১ শতাংশ ভোট পায়। যা এখনও পর্যন্ত সরকারি ওয়েব সাইটে দিতে ভয় পাচ্ছে শাসক। প্রচারেও এগিয়ে সিপিআই(এম)। এর উপর ভর করে এবার বিধানসভা ছিনিয়ে নেবার লড়াইয়ে এগিয়ে সিপিআই(এম)।

রায়না ১ ও রায়না ২ ব্লক নিয়ে রায়না বিধানসভার মোট ২৮৭টি বুথ আছে। রায়না বিধানসভা তপশিলি কেন্দ্র। রায়না-১ ব্লকের ৮ গ্রাম পঞ্চায়েত (এই ব্লকের মুগরো গ্রাম পঞ্চায়েতটি জামালপুর বিধানসভায় অন্তর্ভুক্ত)। রায়না-২ ব্লকের ৮ গ্রাম পঞ্চায়েত অর্থাৎ মোট ১৫ গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে রায়না বিধানসভা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে রায়না-১ ব্লকের নাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েত, শ্যামসুন্দর পঞ্চায়েত সিপিএম জেতা ছিল। প্রসাশন সার্টিফিকেট দেয়নি। কেবলমাত্র পলাশন পঞ্চায়েত প্রচণ্ড লড়াই করে

—এরপর তিনের পাতায়

২৭৩ আউসগ্রাম (তপঃ) বিধানসভা কেন্দ্র : লড়াইয়ে আছে কাস্তে হাতুড়ি তারা

সুকৃতি ঘোষাল

কেন্দ্র পরিচয় : পূর্ব বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম (এস.সি.) বিধানসভা কেন্দ্র বর্ধমানের জঙ্গলমহল বলে পরিচিত। অরণ্যপ্রধান এই বিধানসভা কেন্দ্র আউসগ্রাম-১, আউসগ্রাম-২, গুসকরা পুরসভা নিয়ে গঠিত এবং বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। পশ্চিমে কাঁকসা, উত্তরে বীরভূম, পূর্বে ভাতার ও দক্ষিণে গলসী ভূখণ্ড ঘেরা এই গ্রামীণ বিধানসভা কেন্দ্রে জনবিন্যাস হলো—এস.সি. ৩৬.৫ শতাংশ, এস.টি. ১২.৬ শতাংশ, সংখ্যালঘু ৩১ শতাংশ। স্বাধীনতার পর প্রথম দু'টি নির্বাচনে এখানে কংগ্রেস প্রার্থী জিতলেও ১৯৬৭-২০১১ সাল পর্যন্ত প্রতি নির্বাচনেই এখান থেকে বামপ্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছে। দীর্ঘকাল লালদুর্গ বলে বিবেচিত এই বনাঞ্চলের নির্বাচকরা বিশেষভাবে রাজনীতি সচেতন, ৮৭ শতাংশ ভোটদাতার মতদান তার বড় প্রমাণ, যদিও বিগত দুটি নির্বাচনে সন্ত্রাসের আবহে এই তথ্যে কিঞ্চিৎ জল মিশেছে। ২৯ এপ্রিল নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে এই কেন্দ্রের ২৭১ বুথে ছড়িয়ে থাকা প্রায় আড়াই লক্ষ নির্বাচক যাঁদের মধ্যে মহিলা ভোটার অর্ধেকের কিছু কম।

কেমন ছিল ভোটাররা :

একটা সময় ছিল যখন এখানকার জনজাতির মানুষ ভোট যে অধিকার তা জানত না। বিপুল জমির মালিকদের জমিতে কার্যত বেগার খাটাই ছিল তাদের ভবিতব্য। আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণে নদীর মাছ আর জঙ্গলের ফলমূল খেয়েই বাঁচতে হতো এলাকাবাসীকে। অজয়ের বাঁধ নির্মাণ, জল-জমি-জঙ্গলের ওপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে কেন্দ্র করে বাম চেতনার প্রসারের সাথে সাথে

মানুষের দুর্ভোগ কমতে থাকে। বামফ্রন্ট আমলে পাট্টা বিলি, মজুরি আন্দোলন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানিক উন্নয়ন এলাকার চেহারা বদলে দেয়। শিক্ষার আলোকে আলোকিত হবার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এসসি, এসটি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে ১৯৯৫ সালে গুসকরা কলেজে তৈরি হয় ছাত্রাবাস। পরবর্তীকালে ১০০ দিনের কাজের সুবাদে আধপেটা খাওয়া প্রান্তিক মানুষ গতর খাটিয়ে ভরপেটে খাবার সংস্থান করে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার রাস্তা খুঁজে পায়।

বর্তমান অবস্থা :

বিগত এক দশকে এই কেন্দ্রের মানুষের অবস্থা সঙ্গিন থেকে সঙ্গিনতর হয়েছে। ১০০ দিনের কাজ প্রায় চার বছর বন্ধ। সরকার 'কৃষকবন্ধু' সাহায্যের কথা বলছে কিন্তু পরচা নেই বলে সে সুযোগ মিলছে না। কোনো অজ্ঞাত কারণে বর্গা রেকর্ডের কাগজকে মান্যতা দিচ্ছে না প্রশাসন। আদিবাসী মানুষ তার মাটির ঘরে প্রলেপ দিতে ট্রাক্টরে মাটি আনতে পারছে না, অনুমতি নেই। আবাস যোজনার টাকা পেয়েও উপভোক্তার গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হচ্ছে না—বালি তোলার অনুমতি নেই সাধারণ মানুষের বহুগুণ দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে ঘরের পাসের নদীর বালি। স্কুলে শিক্ষক নেই। বসন্তপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫৮০ ছাত্র-ছাত্রী, প্যারাটিচার নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র ১০। আদিবাসী এলাকা যাদবগঞ্জ স্কুলে ২৫০ শিক্ষার্থী, অঙ্কের শিক্ষক নেই। গ্রামে গ্রামে নলবাহিত

—এরপর তিনের পাতায়

নতুন চিঠি

৬ এপ্রিল, ২০২৬

বাংলা বাঁচানোর ইস্তাহার

'বাংলা বাঁচানোর' ছিমছাম ১৬ পাতার ইস্তেহারটি সকল নির্বাচকের পড়া দরকার। সহজ বাংলায় রাজ্যের বাম-গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পক্ষ থেকে এই 'বিকল্প ইশ্‌তেহার'টি প্রকাশ করা হয়েছে। ইস্তেহার হলো রাজনৈতিক দলের রোডম্যাপ—সরকারে এলে তারা কী করতে চায় তা জনসমক্ষে তুলে ধরা, যাতে নির্বাচকরা সেগুলি পড়ে মতদানের ক্ষেত্রে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আজকাল ইস্তেহার বেশি মানুষ পড়ে না, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের কী করার প্রতিশ্রুতি ছিল, কী করতে ব্যর্থ হয়েছে সেসব কেউ বিচার করে না। দক্ষিণপন্থী শক্তি তাই স্বপ্নের পোলাও-এ অঢেল ঘি দিয়ে ইস্তেহার তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। বাম রাজনীতিতে ইস্তেহার কিন্তু নিছক ঘোষণাপত্র নয়—এক অঙ্গীকার, এক দায়বদ্ধতা, দলীয় কর্মসূচির মতো এক ভবিষ্যমুখী সরকারি কর্মসূচি।

আলোচ্য ইস্তেহারটি চোখ বোলালে যেটা স্পষ্ট হয় তা হলো এর সামাজিক ও শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গি। সরকারের কাজ মন্দির-মসজিদ নির্মাণ নয়, কর্মসৃষ্টি, আর্থিক উন্নয়ন ও নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। তাই প্রতি পরিবারে একটি স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা, পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত শূন্য পদ পূরণ, ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৭০০ টাকা, চুক্তিশ্রমিকদের স্থায়ীকরণ, শিল্পশ্রমিকদের বন্ধকালীন ভাতা প্রদান, তিন বছরের মধ্যে সমস্ত বাড়িতে নলবাহিত জল সরবরাহ করা, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মেনে ১৬টি কৃষিপণ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদান, উৎপাদনমুখী কাজে যুবশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা এ ইস্তাহারে রয়েছে। সরকারকে সব নাগরিকের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করতে হয়। সেই নীতি মেনে এখানে এলজিবিটিকিউদের জন্য মর্যাদা, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য শিক্ষাপ্রশিক্ষণ ও ভাতা, প্রবীণদের ভাতা, হোম ও হেল্পলাইন, কর্মরতা মহিলাদের বাচ্চাদের জন্য ক্রেশ পরিকল্পিত হয়েছে। পুনর্বাসন ছাড়া হকার বা বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ না করার সংকল্প রচনাকারীদের শ্রেণি ভাবনাটিকে স্পষ্ট করেছে।

পাহাড় থেকে সাগর বিস্তৃত ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এ রাজ্যটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই উন্নয়ন ভাবনাটিকে এক ছাঁদে না ঢেলে উত্তরের পাহাড়-ডুয়ার্স, দক্ষিণের সুন্দরবন ও রুক্ষ পশ্চিমের জন্য বিশেষ উন্নয়ন অঞ্চল গঠনের কথা ইস্তাহারে উল্লেখিত হয়েছে। বিগত এক দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গের ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো বিভাজন এবং দুর্নীতি। বাংলা বাঁচানোর সংকল্পবদ্ধ বাম-গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি তাই সম্প্রীতি ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দুর্বৃত্তদমন, অপরাধীর দ্রুত বিচার ও শাস্তি, ফড়ে ও দালালমুক্ত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা, স্বচ্ছ নিয়োগের কথা তাই ইস্তাহারে বলা হয়েছে। ইস্তাহারে অনেক ভালো কথা থাকে, প্রতিশ্রুতির রূপায়ণযোগ্যতার নিরিখেই তাই ইস্তাহারকে দেখা সমীচীন। এই ইস্তাহারে যা করণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে তাকে অহেতুক জনমোহিনী করা হয়নি। যেমন ১০০ ইউনিট পর্যন্ত নিঃশুল্ক বিদ্যুৎ তারাই পাবে যারা আয়কর দেয় না। প্রতিশ্রুতির কোনো মানে থাকে না যদি তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ না থাকে। স্নাতকস্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং সব মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে তাই ওই দুটি ক্ষেত্রে রাজ্য বাজেটের যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ১০ শতাংশ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। বরাদ্দের কথা তখনই বিশ্বাসযোগ্য হয় যখন যদি কোনো সূত্রে আয় হতে পারে সেটা ভেবে রাখা হয়। ইস্তাহার প্রস্তুত করায় এ বিষয়টিও উপেক্ষিত নয়—উন্নয়ন বণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিনিয়োগে কোষাগার পুষ্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই ইস্তাহার পড়ে মানুষ ভোটদানের সিদ্ধান্ত নিলে, রাজ্যের দুর্দিন কাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

৫ এপ্রিল খণ্ডঘোষ বিধানসভার অন্তর্গত গলসী-২ ব্লকের খানো গ্রামপঞ্চায়েতের সামরা জামার বাজার এলাকায় প্রচার করছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী রামজীবন রায়। এখানে পথসভাও হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সাহিদুল হক, সাইফুল হক, বিশ্বনাথ দাস, কাজী জাফর আলি প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন জয়ন্ত চ্যাটার্জী। ৩ এপ্রিল হিট্টায় প্রার্থীর সমর্থনে সভায় বক্তব্য রাখেন বৃন্দনারায়ণ হাজরা, বিনোদ ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন গয়ারাম সাঁতরা। উপস্থিত ছিলেন কাজী জাফর আলি, বিভাস সামন্ত প্রমুখ।

বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য (২)

শিবানন্দ পাল

বামফ্রন্ট শাসনে আশির দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অপারেশন বর্গায় ভূমিহীন কৃষকরা জমি পেয়েছিলেন। পরের জমিতে চাষের আনন্দের তুলনায় নিজের জমিতে চাষের আনন্দ কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেছিল। প্রায় ১১ লক্ষ ২৭ হাজার একর খাস এবং বেআইনি জমি বণ্টিত হয়েছিল ৩০ লক্ষ গরিব মানুষের মধ্যে।

১৯৭৭ সালের আগে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশের মধ্যে খাদ্য ঘাটতির রাজ্য। খাদ্য উৎপাদন হতো ৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১১ সালে বেড়ে হয় ১৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। চাল, মাছ, সবজির উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে হয় এক নম্বর। সারা ভারতের মধ্যে বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী (মোট উৎপাদনের ১৫ শতাংশ) রাজ্য হিসেবে গণ্য হয় পশ্চিমবঙ্গ। মাছের উৎপাদন এবং জলাশয় সংরক্ষণের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দ নিয়ম করে প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারের পুরস্কার নিয়ে আসতেন।

আর এখন?

চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থান হারিয়ে নেমে এসেছে তৃতীয় স্থানে। আলু চাষিরা ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আক্ষরিক অর্থে আজ সর্বহারা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের কৃষককে শুধু জমি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করেছিল। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সেচ সেবিত জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৩২ শতাংশ, বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টায় সেচ সেবিত জমির পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে ৭৩ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। আলু ছাড়া অন্যান্য সবজির উৎপাদন দাঁড়ায় প্রায় ১৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। ফলে সবজির উৎপাদনেও পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থানে উঠে আসে। আর একই জমিতে একাধিক শস্য উৎপাদনে দেশের মধ্যে পৌঁছে যায় দ্বিতীয় স্থানে।

হিসেব করলে দেখা যাবে সেইসময় এই সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণে লক্ষ্মীর

ভাণ্ডারের শতগুণ অর্থ খরচ হয়েছে। ব্যক্তিগত লাভ যেমন দিয়েছে, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

কৃষকের জীবনের মান উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি ওঠে। গ্রামের পথঘাট, ছোটো ছোটো কালভার্ট, ব্রিজ তৈরি করার দাবি ওঠে। সেগুলো রূপায়ণ করার পাশাপাশি ১২ ক্লাস পর্যন্ত অবৈতনিক পড়ার ব্যবস্থা, স্কুলে স্কুলে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় জোয়ার তৈরি হয়। এরকম অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা তখন ভারতের কোন রাজ্যেই ছিল না। নিরক্ষরের জন্য শুরু হয় সাক্ষরতার আন্দোলন, লেখাপড়ার লড়াই।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৮.৮৬ শতাংশ। ২০১১ সালে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭ শতাংশ। সাক্ষরতা আন্দোলনে সাফল্যের কারণে ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ইউনেস্কো 'নোমা' পুরস্কারে ভূষিত করে। জেলায় জেলায় শুরু হয় এক ধরনের বলশেভিক প্রতিযোগিতা, কোন জেলা কত তাড়াতাড়ি পূর্ণ স্বাক্ষর জেলা হয়ে উঠতে পারে! জাতীয় স্বাক্ষরতা মিশনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করায় অবিভক্ত বর্ধমান জেলা ভারতের দ্বিতীয় পূর্ণ স্বাক্ষর জেলা বলে ঘোষিত হয়েছিল।

বামফ্রন্ট শাসনের সময় ১৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০টির বেশি কলেজ এবং ৭৩টি ডিগ্রি কলেজ তৈরি হয়েছিল। কলেজে কলেজে পড়ুয়াদের ভিড় বেড়েছিল। তুলনায়, তৃণমূলের পনেরো বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে স্কুলছুটের হার দাঁড়িয়েছে ১৮.৭৫ শতাংশ। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের

—এরপর চারের পাতায়

বাস্তুঘুঘু, লাঙল আর হালপাচন : পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের নীরব গ্রামীণ বিপ্লব

অভিজিৎ ঘোষ

বেশ কয়েক বছর আগে টেলিভিশন আলোচনায় এক বিদ্বজ্জন মন্তব্য করেছিলেন বামফ্রন্টের সবচেয়ে বড় 'অন্যায়' ছিল গ্রামীণ সমাজের কাঠামো ভেঙে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, এই 'অন্যায়'-ই ছিল পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার-এর ঐতিহাসিক সাফল্য। কারণ ১৯৭৭-এর পর গ্রামীণ বাংলায় যে পরিবর্তন ঘটে, তা ছিল ক্ষমতার মৌলিক পুনর্বিন্যাস—জমিদারি আধিপত্য থেকে উৎপাদক মানুষের হাতে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের স্থানান্তর। এই পরিবর্তন নিছক প্রশাসনিক সংস্কার নয়, বরং এক গভীর সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর।

এই রূপান্তরের কেন্দ্রে ছিল কাঠামোগত অর্থনৈতিক সংস্কার। এই সংস্কারের মূল চালিকা শক্তি ভূমি সংস্কার, বিশেষত অপারেশন বর্গা। প্রায় ১৫ লক্ষ ভাগচাষির নথিভুক্তিকরণ এবং প্রায় ১০ লক্ষ একর জমির বণ্টন কৃষি অর্থনীতিতে এক ঐতিহাসিক মোড় ঘুরিয়ে দেয়। "ভূমি দেব চাষিকে"—এই নীতি কেবল জমির মালিকানার পুনর্বণ্টন করেনি, বরং কৃষকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, নিরাপত্তা ও উৎপাদনের আগ্রহ বাড়িয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা ইঙ্গিত করে যে, ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রায় ৭.২০ শতাংশ। এই নীতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত ধানচাষে, এই বৃদ্ধি ২০.৩০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছায়। শুধু অপারেশন বর্গার ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ১০.২৮ শতাংশ অবদান লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে ১৯৮০-এর দশকে কৃষি বৃদ্ধির হার ৪.৫ শতাংশে পৌঁছে যায়, এবং পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম শীর্ষ ধান উৎপাদক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এই অভিজ্ঞতা অমর্ত্য সেন-এর সক্ষমতাভিত্তিক উন্নয়ন তত্ত্বকে বাস্তবতায় রূপ দেয়। উন্নয়ন তখনই অর্থবহ, যখন তা মানুষের অধিকার ও সক্ষমতাকে প্রসারিত করে। বামফ্রন্ট সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করেছিল, যেখানে উৎপাদনের পূর্বশর্ত ছিল ন্যায্য বণ্টন।

এই গ্রামীণ পুনর্গঠনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় পঞ্চায়েতভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণ। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩-এর কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন সিদ্ধান্তগ্রহণে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে উন্নয়ন ব্যয়ের একটি বড় অংশ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া ভারতের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। সেচ, গ্রামীণ অবকাঠামো ও স্থানীয় কর্মসংস্থানে এর ইতিবাচক প্রভাব সুস্পষ্ট।

কৃষির এই উন্নতি গ্রামীণ বাজারকে প্রসারিত করে। গড়ে ওঠে চাহিদা। শিল্পের জন্য বাজার তৈরি হয়। এর প্রতিফলন দেখা যায় স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে। এই প্রকল্পে পশ্চিবাংলা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। ফ্রেইট ইকুয়ালাইজেশন নীতি পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক সুবিধা ক্ষুণ্ণ করে এবং শিল্প বিনিয়োগকে পশ্চিম ভারতে সরিয়ে দেয়। একইসঙ্গে লাইসেন্স রাজ শিল্প স্থাপনে জটিলতা তৈরি করে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। বামফ্রন্ট সরকার শিল্পায়নের নতুন উদ্যোগ নেন। তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক শিল্পে জোর দেওয়া হয়।

এই ধারার বৌদ্ধিক ও নীতিগত ভিত্তি নির্মাণে মার্ক্সবাদের যুগোপযোগী প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অর্থনীতি ছিল পুনর্বণ্টনমুখী; গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং দারিদ্র্য হ্রাস ছিল প্রধান লক্ষ্য। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দারিদ্র্য হ্রাসের হার উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো ছিল। ১৯৭৭ এর আগে পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতেন। কিন্তু ২০০৪-০৫ সাল নাগাদ এই অনুপাত প্রায় ২০.৫ শতাংশে নেমে আসে, যা কৃষি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও মৌলিক সেবা-ব্যবস্থার প্রসারের ফলাফল। গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি, অর্গানাইজড কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য-শিক্ষা কার্যক্রম মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়।

বামফ্রন্ট সরকার প্রথম দিকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপর জোর দেয়, যাতে বেকারত্ব কমানো যায়। স্থানীয় উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং নতুন শিল্পনীতি ১৯৯৪-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের পথ আরও প্রশস্ত করা হয়। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস ও তার পার্শ্ববর্তী কয়েকশো ছোট শিল্পে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল, যা বামফ্রন্টের শিল্পনীতির ইতিবাচক দিক।

পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যের অর্থনীতিকে আর্থিক শৃঙ্খলা ও

—এরপর চারের পাতায়

নির্বাচনী সফরনামা

বিশেষ প্রতিবেদক : পশ্চিমবঙ্গ অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ ঘিরে এখনও সেভাবে সরগরম হয়নি। তবে প্রার্থীরা প্রচারে নেমে পড়েছে। এই নির্বাচনে সবচেয়ে আগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বামফ্রন্ট। নির্বাচন ঘোষণার পরের দিনই বামফ্রন্ট প্রথম পর্যায়ে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে। এর পর একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ও অন্যান্যরা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রার্থী তালিকা শুরু করেছিল বামফ্রন্ট তথা সিপিআই(এম)। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ও তাদের প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার শুরু করেছে।

তবে এখনও তেমন নির্বাচনী উত্তাপ নেই। প্রচার চলছে নিবিড়ভাবে, তবে নির্বাচনকে ঘিরে যে তাপ-উত্তাপ কোথাও নেই। আমরা বেরিয়েছিলাম ক্ষেত্র-সমীক্ষায়। একদিন বর্ধমান কাটোয়া রেলের লোকাল ট্রেনে। আগের স্টিম ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিনের ছোট লাইনের রেলে স্মৃতি এখনও অমলিন রয়েছে স্মৃতিপটে। কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ঘিরে এই রেলপথের আধুনিকীকরণ। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আজ বিশ বাঁও জলে, তবে রেলপথ চলছে জমিয়ে। প্রচণ্ড ভিড় এই ট্রেনের কামরাগুলিতে, এখন দিনে ৭ জোড়া ট্রেন চলে। সকালের সাড়ে ৯টার পর থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বর্ধমান থেকে কাটোয়া যাওয়ার কোনো ট্রেন নেই। আবার বিপরীতে আটটা পঞ্চাশের পর বেলা একটা চল্লিশ পর্যন্ত কাটোয়া থেকে ট্রেন নেই—প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন চাই এমন দাবি জানিয়েছে এস.এফআই ও ডি.ওয়াই.এফ আই-এর কর্মীরা। ফলে ট্রেন বেড়েছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। এ দাবি নিয়ে তাদের লড়াই জারি আছে—মানুষের জীবনজীবিকার প্রশ্নে তৃণমূল-বিজেপি উভয়ই নির্বিকার। তাদের বিধায়ক আছেন, সাংসদ আছে এই রেললাইনের কথা, এখনকার মানুষের কথা, তাদের জীবন জীবিকার কথা কি কেউ মুখ ফুটে বলেছেন বিধানসভায় বা সংসদে। বর্ধমান-কাটোয়া রেল লাইনের উন্নয়ন হলে মানুষের জীবন যাত্রারও উন্নয়ন হবে। কর্মসংস্থান হবে। অর্থনীতির অবস্থা পরিবর্তন ঘটবে। রেল স্টেশনে ও রেলে স্থায়ী কর্মচারিও নেই, তাই শূন্যপদে নিয়োগের দাবি। সাথে প্রতি ঘণ্টায় ট্রেনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমগ্র অঞ্চলটি কৃষিঅঞ্চল। দু-চারটি ধানকল ছাড়া তেমন কোনো শিল্প নেই। কৃষিতে কাজ নেই তাই যুবকরা বাইরের রাজ্যে চলে যাচ্ছে কাজের সন্ধানে।

আউশগ্রাম এলাকা জঙ্গলে ঘেরা। তপশিলি জাতি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। সমগ্র অঞ্চলটি কৃষিপ্রধান, চাষাবাদের উপরে নির্ভর করছে জীবনজীবিকা। যাদবগঞ্জের আদিবাসী পাড়ায় আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তারা সংস্কৃতি চর্চা করেন, গান-নৃত্য করেন। জঙ্গল তাদের জীবন-জীবিকার আধার ছিল। মৌল, তেঁতুল, নানা ফল, শালপাতা কত কি পেত। এখন আর কিছুই পায় না। চাষের কাজ নেই। সারা বছরে ৫০ দিনের বেশি কাজ পাওয়া যায় না। ভাগচাষ করেন তারা, কিন্তু ফসলের দাম নেই। অথচ সার, বীজ, কীটনাশকের দাম বেড়েছে। আলু বিক্রি হচ্ছে ১০০ থেকে ১১০ টাকা বস্তা। আউশগ্রামের রাস্তায় জীবন ঘোষ বলেন, এক বস্তা আলু বেচে এক কেজি পটল হচ্ছে। কৃষকবন্ধু পান না ভাগচাষি। বৃদ্ধা পেনশন পান তবে বাড়েনি। অথচ ওষুধের খরচ বেড়েছে। কাছে হেলথ সেন্টার আছে তবে ডাক্তার নেই। ডাক্তার দেখাতে যেতে হয় সেই বর্ধমানে কিংবা গুসকরায়। ছেলে-পুলেরা কাজ পাচ্ছে না। কাজ এখনও গ্রাম বাংলার এক ভয়ংকর সমস্যা। এই সমস্যা থেকে মুক্তি রাম-রহিম দেবে না। কাজের জন্য কারখানা চাই। শূন্যপদে নিয়োগ চাই, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন চাই।

গলসী-১ ব্লক, গলসী-২ ব্লকের ২টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও কাঁকসা ব্লকের ৪টি পঞ্চায়েতকে নিয়ে গলসী বিধানসভা কেন্দ্র। মূলত কাঁকসার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও আউশগ্রাম-২ এর সামনের অংশ বাদে সমগ্র এলাকাই কৃষিনির্ভর। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতঘর। ধানের উৎপাদনে শীর্ষে। এত বৃহৎ কৃষি অঞ্চলে কাজ নেই খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবীদের। চল্লিশের বেশি রাইসমিল, এখন হায়ার লেবার নিয়েই কাজ চলছে। স্থায়ী শ্রমিক নেই। নেই শ্রমিকদের কাজের সুরক্ষা। পি.এফ, ই.এস.আই, গ্র্যাচুইটি কিছুই নেই। যুবকরা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী হয়ে। কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে। ভাবছে কৃষক, খেতমজুর থেকে শ্রমজীবী অংশের মানুষ।

লড়াইয়ে আছে কাস্তে হাতুড়ি তারা

জলের পাইপ বসেছে, জল নেই। কলাইঝুটি আদিবাসী পাড়ার বহু মানুষকে বাইরের সাবমার্সিবলের জল আনতে যেতে হয়। ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে ভোগান্তির শেষ নেই। পাতার থালা বানিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করত, থার্মোকলের দাপটে তাদের কাজ গেছে, বিকল্প পথ খোলা হয়নি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-এর কথা বলে ভোট চাওয়া হচ্ছে অথচ বহু লক্ষ্মীর 'ভাণ্ডার' নেই—বিবাইপাড়ার রুবি হেমরম তাদের অন্যতম। সরকারি চাকরি নেই। দিগনগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাইঝুড়ি আদিবাসী পাড়ায় ১২০ ঘর মানুষের মধ্যে সরকারি চাকুরে মাত্র দু'জন, বাম আমলে তাদের কাজ মেলে। বিবাইপাড়ায় সংখ্যাটা মাত্র এক।

চার্জশিট :

ক্ষমতায় দীর্ঘদিন থাকলে একটা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া ওঠে। কিন্তু ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করলে মানুষের আস্থায় চিড় ধরতে সময় লাগে না। আউসগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ তার বড় প্রমাণ। সারের কালোবাজারি হচ্ছে, কৃষকের চাষাবাদের খরচ বেড়েই চলেছে। বন সুরক্ষা বাহিনীর দেখা নেই, বনসম্পদ লুঠ হচ্ছে। বেরেন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতে কমবেশি ৭৮ লক্ষ টাকার গাছ বিক্রি হয়েছে—সরকারের কোষাগারে তা জমা হয়নি। জয়কৃষ্ণপুর শ্রীকৃষ্ণপুর সমবায় সমিতির বাম আমলের ২ কোটি টাকার তহবিল বর্তমান জমানায় হাওয়া হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে বাঁধানো রাস্তা হচ্ছে ঢালাই যেখানে ছইঞ্চি পুরু হবার কথা, তিন ইঞ্চিতেই কাজ সারা হচ্ছে, প্রণামীর টাকা ঘুরপথে যথাস্থানে পৌঁছচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ফসলের দাম নেই—যাদবগঞ্জের চা'-এর দোকানে আলোচনা চলছে—এক কেজি পটলের দাম ৮০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এক বস্তা (৫০ কেজি) আলু। অভিযোগ সত্যি, স্টোরের সামনে আলুভর্তি ট্রাক্টরের লম্বা লাইন থেকে সেটা সহজেই প্রমাণ হয়। মানুষ ক্ষুব্ধ কিন্তু মুখ খুলতে কুণ্ঠিত, পাছে সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে যায়। তা কেন হবে—প্রশ্ন করলে জানা যাবে, বিডিও অফিসের আধিকারিকরা পঞ্চায়েতের মোড়লদের নির্দেশ চলে, তাদের মর্জিতে মানুষের একাউন্ট লক হয়, লক খোলা হয়। ন'পাড়া মেটে পাড়ার এক গৃহবধূ সক্ষোভে জানান যে রোজগারহীন বাড়ির পুরুষটি পরিযায়ী

শ্রমিক হয়ে তামিলনাড়ু গেছে— ছ'মাসে একবার বাড়ি আসতে পারেনি। সেখানেই অন্য মহিলারা আলোচনা করছে—আগে রামনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ মিলত, চিকিৎসা পরিষেবা ভালোই মিলত। এখন তা না-পাওয়ার সামিল।

আলোর দিশা :

একসময়ের দুর্ভেদ্য বামদুর্গে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে সিপিআই(এম) প্রার্থী, ভূমিপুত্র চঞ্চল মাঝি-কে ধরা গেল গুসকরায়। প্রচারে ব্যস্ত। তারই মাঝে 'নতুন চিঠি'-কে সময় দিলেন। তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে জানালেন, মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে, সিপিআই(এম) যে গরিবের বন্ধু জীবনের অভিজ্ঞতায় মানুষ তা বুঝতে পেরেছেন। তবে নির্বাচনে পার্টির বক্তব্য সর্বত্র সমানভাবে এখনো পৌঁছে দেওয়া যায়নি। এলাকার বিবিধ সমস্যার মধ্যে কোটা অঞ্চলের জমিদাতাদের চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ না-পাওয়া, দেবশালা অঞ্চলে রায়বাঁধে আদিবাসী পাড়ায় উন্নতি না-হওয়া, ভাস্কি অঞ্চলে সাবমার্সিবল প্রকল্পগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগের অভাব, ভাঙা রাস্তা ইত্যাদি উল্লেখ করেন তিনি। মানুষের ভোটে নির্বাচিত হলে তিনি কী করতে চান? প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা ঝটপট বলে ফেললেন। বোঝা গেল তিনি হোমওয়ার্ক করেই মানুষের কাছে যাচ্ছেন।

বামপ্রার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পনা :

১) বিধানসভা এলাকায় একটিও আইটি আই/পলিটেকনিক কলেজ নেই—এই অভাব দূর করা হবে।
২) দীর্ঘকাল থমকে থাকা গুসকরা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে একটি ১০০ শয্যার হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে।
৩) আউসগ্রাম-বেরেন্ডা পঞ্চায়েতের মাঝে কান্দরে ব্রিজ নির্মাণ করা হবে।
৪) কর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকাবাসীর শ্রম পরিযান বন্ধ করা হবে।
৫) পচনশীল আনাজের অভাবি বিক্রি আটকাতে অন্তত একটি মাল্টিপারপাস হিমঘর নির্মাণ করা হবে।
৬) গুসকরায় ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যাসাগর ভবনের উপযুক্ত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
৭) জনজাতিভুক্ত মানুষ যাতে সাঁওতালি ভাষায় বুনিয়াদি শিক্ষার সুযোগ পায় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
৮) অগ্নিসংযোগজনিত দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি কমাতে একটি স্থায়ী ফায়ার ব্রিগেডের বন্দোবস্ত করা হবে।
৯) তপশিলি জাতি, উপজাতির সঙ্গে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করা হবে।

—প্রথম পাতার পর

প্রচারে ব্যাপক সাড়া

অঞ্চলের শালিগ্রাম, চাকুন্দির চাষিরা বলেছেন ধান সহায়ক মূল্যে বিক্রি করতে পারেননি, আলুও না। মুখ্যমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে আলু ধরে রেখেছিলেন সেই আলু মাঠেই পচে গেছে। ওয়াকফ আইন লাগু হবে না ঘোষণা করেও মুখ্যমন্ত্রী পরে তা মেনে নেয় আবার এস আই আর মানবো না বলে সেটাও বোঝাপড়া করে সংখ্যালঘু, গরিব মানুষকে বিপদে ফেলেছেন। পুরো সরকারটাই চলছে মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে। ধানও বেচতে পারেননি কৃষক, পেটি ভরেছে ফড়েদের।

গরিব খেতমজুর সুভাষ সিং বলেছেন, এখানকার গরিব পাড়াতে একটাই দাবি কাজ চাই, ভাতা নয়। কাজ নেই, ১০০ দিনের। কাজ গত ৪ বছর ধরে বন্ধ। কাজের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশে ছুটতে হচ্ছে সেখানেও আক্রমনের মুখে পড়ে অনেকেই জীবন বলি দিয়েছেন। গ্রামের চিত্র যেন একই, সে আলাদা থানা, জেলা, যাই হোক। গোটা গ্রামে উন্নয়নের নামে দুর্নীতি মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। নিতাই যশ বলেছেন, দুয়ারে সরকারের পাড়ায় সমাধানে যে কাজ হয়েছে তা অত্যন্ত নিম্ন মানের। তাই মানুষ আওয়াজ তুলেছেন উন্নয়নের নামে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ বন্ধ করো। বর্ধমান উত্তর বিধানসভার বড়গুল এলাকায় দামোদরের বালির রাজ্যজুড়ে খ্যাতি আছে। সেই বালির ঘাটের মাফিয়ারা এখন তৃণমূলের নেতা। বালির তোলা আদায়কে কেন্দ্র করে শাসকদলের নিজেদের মধ্যে বিরোধ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলেও ভোটের সময় এককাট্টা হয়ে এই দুষ্কৃতিরাজ টিকিয়ে রাখতে মরিয়া ওরা। তাছাড়া পূর্ব বর্ধমানের আর পাঁচটা গ্রামের মতো এখানে কাজের হাহাকার, সেই গরিবের সুযোগ নিয়ে মাইক্রোফিনান্স জোকের মতো তাঁদের রক্ত শোষণ করছে। গ্রাম আলাদা কিন্তু শোষণের চিত্র এক। বামফ্রন্টের সময়ে গ্রামে গ্রামে যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলো গড়ে উঠে ছিল সেগুলো সবই উঠে গেছে ১৫ বছরে। তার জায়গা নিয়েছে মাইক্রোফিনান্স।

প্রণব দাঁ বলেছেন, মানুষ কার্যত অতিষ্ঠ হয়ে সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, পঞ্চায়ের গড়তে যেন সোচ্চার। শাসকদল বুঝে গেছে ওদের দিন শেষ তাই গাঙ্গুয়া গ্রামে ড্রেনের মাটিও বিক্রি করে দিচ্ছে। এবার প্রচারে লক্ষ্য করা গেছে লাল ঝাণ্ডার বিরোধী পরিবারও চাইছে একটা পরিবর্তন আসুক সেটা লাল ঝান্ডার হাত ধরেই।

—প্রথম পাতার পর

লড়াইয়ে এগিয়ে সিপিআই(এম)

সার্টিফিকেট আদায় করে। রায়না-২ ব্লকের গহলানপুর জেতা পঞ্চায়েত। প্রশাসন সার্টিফিকেট দেয়নি। এতেও সারা ব্লক জুড়ে ২৩ টি গ্রাম সভা ও ৪ পঞ্চায়েত সমিতি সিপিএম জিতে আছে।

পাঁইটা-১ পঞ্চায়েত ছোটবৈনানের সেখ মিলন বলেন ভোট লুট আর ছাপ্পা চোখের সামনে দেখেছি। ভোট যদি স্বচ্ছ হয় তা হলে ফল কেমন হবে টের পেয়ে যাবে তৃণমূল। এবার ভয়ের আগল ভেঙে মানুষ বুথ আগলাবে।

২৬১ রায়না বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী সোমনাথ মাজি। পেশায় খেতমজুর। এই কেন্দ্রে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তৃণমূলের প্রার্থী মন্দিরা দোলুই ঘোষণা হওয়ার পর তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়। গতবারের প্রার্থী শম্পা ধাড়া-কে এবার দল টিকিট দেয়নি। বিজেপির প্রার্থী সুভাষ গাত্র-কে মেনে নিতে পারছে না এলাকার বিজেপি কর্মীরা। স্বাভাবিকভাবেই এবার জোর টক্কর ত্রিমুখী লড়াই।

১০০ দিনের কাজ সহ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সিপিআই(এম) নিয়মিত আন্দোলন করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই এবার বিধানসভায় এখানে সোমনাথ মাজী জিতবেই। এমনই মত পোষণ করলেন রায়নার অতনু ধাড়া।

অপরদিকে মানুষের জীবন জীবিকার জ্বলন্ত সমস্যাগুলো শুনতে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন বাম প্রার্থীরা। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় হচ্ছে ছোট ছোট বৈঠক, কর্মী সভা। সর্ব ভারতীয় কৃষক নেতা অমল হালদার দক্ষিণ দামোদর এলাকায় অঞ্চল ধরে ধরে সভা করছেন। কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করছেন। পাঁইটা-১ অঞ্চলের ছোটবৈনান গ্রামে এমনই এক সভায় তিনি বলেন ২০২৬ এর নির্বাচনে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সুস্পষ্টভাবে।

—দুয়ের পাতার পর

বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য

হিসাব অনুযায়ী গত শিক্ষাবর্ষে (২০২৫-২৬) ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩২৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেনি। রাজ্যে প্রায় ৮ হাজার স্কুল বন্ধ হওয়ার মুখে এসএসসি-তে ২৬ হাজার চাকরি বিক্রি হয়ে গেছে, ধ্বংস হচ্ছে মেধাবীদের ভবিষ্যৎ। শুধুমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪২টি কলেজে গত পাঁচ বছরে পড়ুয়া কমেছে ৫৬ হাজার। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল তথৈবচ।

শুধু চাষ যোগ্য জমি নয়, প্রায় ২ লক্ষ ভূমিহীন খেতমজুর, কারিগর এবং মৎস্যজীবী পরিবারকে ৫ কাঠা পর্যন্ত বাসযোগ্য ভূমি দান করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। নতুন প্রজন্মের যুবদের জেনে রাখা উচিত, বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম দেশের মধ্যে পৌর নির্বাচনে ১৮ বছর বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করেছিল। পরে তা কেন্দ্রীয় আইনে সর্বজনীন হয়।

মনে রাখা দরকার, বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে প্রথম চালু করেছিল বেকার ভাতা। ভাতা ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়; প্রতিবন্ধী ভাতায়, বিধবা ভাতায়, বার্ধক্য ভাতায়। এমনকি বন্ধ কল কারখানা এবং বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য চালু করা হয় নিয়মিত আর্থিক অনুদান। আজকের ভোটাররা হয়তো জানে না মানুষের জীবনযাত্রার সার্বিক পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত জনকল্যাণে নানাবিধ ভাতার ব্যবস্থা বাম আমলেই প্রথম শুরু হয়। এসব ফলাও করে প্রচার করতে চেষ্টা করেনি সরকার কারণ সরকারি প্রকল্প জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চালানো হয়, কেউ নিজের পকেট থেকে দেয় না।

লোডশেডিং তখন গ্রাম শহরের নিত্যসঙ্গী। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র ১৬১৫ মেগাওয়াট। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার টাকায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম তৈরি করে কলকাতার উন্নয়ন দেখিয়েছিল। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮৪ সালে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে। আর শিল্পে নতুন দিশা আনতে ১৯৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন নিগম গঠিত হয়। একে একে গড়ে উঠতে থাকে, বজবজ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৯৯৭), বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৯৯৯), সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (২০০৮)। বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতা থেকে চলে যায় হয় বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ১১৫০০ মেগাওয়াট।

পরিকাঠামোর উন্নয়নে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কাজ শুরু হয় ২০০১ সালে। ১৯৯০-এ গড়ে ওঠে পূর্ব ভারতের প্রথম সমন্বিত পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স; হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে। বামফ্রন্ট বিরোধী প্রতিক্রিয়া শক্তিদের হৃদকম্প শুরু হয়ে যায়। কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচি নিয়েছে! শুরু হয় ষড়যন্ত্র। বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র। (চলবে)

ঋণের দায়ে আত্মঘাতী কৃষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩ এপ্রিল : ঋণের দায়ে এদিন সকালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন একজন ক্ষুদ্র কৃষক। মৃত মানিক মাঝির (৪১) বাড়ি মন্তেশ্বর থানার বামুনপাড়া গ্রামে। মৃতের স্ত্রী নমিতা মাঝি জানান, ঋণ করে এবার দু বিঘা জমি ঠিকা নিয়ে তিনি বোরো ধান চাষ করেছিলেন। কিন্তু শিলাবৃষ্টিতে ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। তার উপরে ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় উচ্চ সুদে স্থানীয় মহাজনদের কাছে ঋণ নিতে হয়েছিল। কয়েকদিন আগে তিনি পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরে যান কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেখানেও তেমন কিছু না করতে পারায় তিন দিন আগে বাড়ি ফিরে আসেন।

মনমরা হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি। সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সুকুল সিকদার বলেন, মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানি উচ্চ সুদের ঋণ শোধ করতে না পেরে কৃষকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষকসভা এই নিয়ে প্রথম থেকে আন্দোলন করছে।

রাজ্য উশু চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় সাদিদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ এপ্রিল : ২১তম রাজ্য উসু চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় করে কালনার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র খন্দকার সাদীদ হোসেন। সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সহস্রাধিক প্রতিযোগী। ১২-১৪ বছর বয়সের খন্দকার শাদিদ হোসেন ৫২ কেজি সাব জুনিয়র বিভাগে গোল্ড মেডেল জয় করে। সে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিপক্ষকে নক আউট করে দেয়।

নদীরপাড়ের মাটি কেটে সাফ, ব্যাপক ভাঙনের আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১ এপ্রিল : নদীর পাড় কেটে কিভাবে সাফ করতে হয়, তা করে দেখিয়েছে পূর্বস্থলীর মাটি-মাফিয়ারা। পাড়ের মাটি কেটে পাচার করার ফলে ভাগীরথী নদীর পাশাপাশি তৈরি হয়েছে আর একটি নদী। এমনই ঘটে চলেছে পূর্বস্থলীর কাছারশালীর শ্মশান ঘাট সংলগ্ন ভাগীরথী নদী পাড়ে। এতে ব্যাপক চাষযোগ্য জমি নদী ভাঙনে শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাড় কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে প্রশাসনের মদতেই। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে পরিযায়ী পাখিদের বালির বাসা। এলাকার মানুষের এই অবৈধ মাটি পাচার বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন।

মেমারির সিপিআই(এম) প্রার্থী কৃষাণু ভদ্রের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৩ এপ্রিল : মেমারি বিধানসভার সিপিআই(এম) প্রার্থী কৃষাণু ভদ্রের সমর্থনে মেমারি পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনী প্রচার করেন। এলাকার মানুষের অভাব, অভিযোগ শোনেন। তখন এলাকাবাসীরা জানান, আমারা ভোট কি ভাবে দেবো? আমাদের ভোটার তালিকায় নাম এখন বিচারাধীন রয়েছে। এর প্রতি উত্তরে প্রার্থী কৃষানু ভদ্র বলেন, 'এখন বিচারাধীন প্রক্রিয়া চলছে, চূড়ান্ত তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি কাজেই এখনি হতাশ হওয়ার কিছু হয়নি। আশাকরি চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকবে। তিনি আরো বলেন সিপিআই(এম) প্রথম থেকেই এই এস আই আর প্রক্রিয়ায় ন্যায্য ভোটারদের নাম যাতে বাদ না যায়, তার জন্য মানুষকে সাথে নিয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ, আন্দোলন করেছে। নাম বাদ না যায় তাই এই আন্দোলন জারি থাকবে। তিনি বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে মহিলাদের সাথে কথা বলেন, মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই সংগ্রাম আন্দোলন চলছে ও চলবে বলে জানান।

বাহান্নবর্তী (৩৭)

রত্না রশীদ

নির্বাচন এলেই তখন আপামর জনসাধারণের রাজনীতি চর্চা ঘরে বাইরে সর্বত্র। সবচেয়ে ভালো আড্ডা জমে চায়ের ঠেকগুলোতে। চায়ের ভাঁড়ে তুফান। একটা বিষয়ে প্রায় সবাই একমত, এমন দুর্নীতি-দুরাচার জীবনে কখনো দেখনি। তো সে জীবন সতোরোরই হোক আর বাহাত্তরের, চায়ের ভাঁড়ে সব এক কাতারের ইয়ার।

সত্যি বলতে, এমন টাকার হরি লুটও সাত জন্মে কেউ কখনো দেখেনি। যে পারবি, যেমন পারবি লুটে নে টাকা। জনজীবনের সহায়তার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেমন প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, আকস্মিকে একমাত্র রোজগেরের প্রাণহানি— পৃথিবীর সব সরকার জনগণকে অর্থ সাহায্যে করে থাকে। এটা একান্তই মানবিক প্রয়োজন।

কিন্তু যে পারবি সে সরকারি টাকা লুটে নে—এই প্রকল্প অদ্যাবধি পৃথিবীতে কেউই কখনো দেখার সৌভাগ্য (!) পায়নি। এই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গড়া একমাত্র বিশ্বরেকর্ড। গাড়ি, বাড়ি, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, বরের মোটা মাইনের চাকরিওয়ালা গৃহবধূও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' পাচ্ছেন। মেয়েদের যেখানে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে লেখপড়া শেখা প্রয়োজন, তখন সরকার থেকে মেয়েদের সাত তাড়াতাড়ি বিয়ের সাহায্যে চালু করলো 'রূপসী ভাণ্ডার'। রূপের ছটায় গাগল পারা অভিভাবক যথাযথ দপ্তরে ঘুষ দিয়ে বাগিয়ে নিল কন্যার ষোল বছরি সার্টিফিকেট। সরকারি দপ্তর সদা তৎপর এজাতীয় 'জনসেবায়' নকল বয়সের সার্টিফিকেট ইস্যু করতে। রূপসী প্রকল্পের ভেলা তরতরিয়ে সদ্যোজাত সন্তান কোলে অষ্টম-নবম ঘাট পেরিয়ে শেষে মাধ্যমিক। খবরের কাগজের হেডলাইন— 'বাচ্চা কোলে মাধ্যমিক'।

'এস.আই.আর' বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন অফ ভোটারলিস্ট যে প্রক্রিয়ায় কাজ করছে তা সম্পূর্ণ নিন্দার্হ। এক্ষুনি বন্ধ করা উচিত। তবে এটা বলা প্রয়োজন আমরা, ধান্দাবাজ সুযোগসন্ধানী নাগরিকরা, তুচ্ছ লাভ ও লোভের জন্য যত্রতত্র নকল সার্টিফিকেট ব্যবহার করে নাম, বয়স, ঠিকানা বিভিন্ন রকম রেখেছি। এখন সুযোগ পেয়েছে ধূর্ত, এক কোপে গলা নামিয়ে দিলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে কোনো লাভ হবে না। আর সবাই মিলে একজোট হয়ে যে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলবে, বাঙালির সেই কোমরের জোরও আজ আর নেই। (চলবে)

বামফ্রন্ট সরকারের নীরব গ্রামীণ বিপ্লব

—দুয়ের পাতার পর

স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভ্যাট প্রবর্তন, রাজস্ব বৃদ্ধি এবং আর্থিক ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে ছিল উল্লেখযোগ্য। উদারীকরণের পরবর্তী সময়ে রাজ্য বিনিয়োগ আকর্ষণের দিকেও অগ্রসর হয়। বামফ্রন্টের শেষদিকে বেসরকারি ও বৈদেশিক বিনিয়োগের দিকে নজর বাড়ে। ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে শিল্পে বিনিয়োগ প্রায় সাতগুণ বেড়ে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছায়, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকার FRBM এর নীতি মেনে আর্থিক ঘাটতি কমানোর দিকে ঝোঁকে, যা দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

তবে বামফ্রন্টের উন্নয়ন ভাবনা কেবল উৎপাদনে সীমাবদ্ধ ছিল না; সামাজিক নিরাপত্তাও ছিল তার অংশ। অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা বিস্তারিত আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার PROFLAL (Provident Fund for Landless Agricultural Labourers)-এর মতো প্রকল্প ভূমিহীন শ্রমিকদের আর্থিক সুরক্ষা দেয়। স্বল্প মাসিক অবদান ও সরকারি সমান অনুদানের মাধ্যমে এই প্রকল্প ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের একটি টেকসই মডেল তৈরি করে। তাই একদিকে ভাতার মাধ্যমে সমাজের দরিদ্রতম অংশের কাছে যেমন ন্যূনতম সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয় আবার একই সাথে মানুষের অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সহভাগী করে তোলা হয়।

ই-মেল : abhijitghosh2007@rediffmail.com

গলসী বিধানসভা এলাকায় সিপিআই(এম) প্রার্থী মণিমালা দাসের সাড়া জাগানো প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ এপ্রিল, গলসী : ৩ এপ্রিল রামগোপালপুর বাজার থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন সিপিআই(এম) প্রার্থী মণিমালা দাশ। রামগোপালপুর, করকোনা ঢোলা রাইপুর, আটপাড়ায় ব্যাপক সাড়া মেলে। সঙ্গে ছিলেন কমল সরকার, হারাধন ঘোষ, লাল মহম্মদ মণ্ডল। চাকতেঁতুল অঞ্চলের গোপমহল, বনগ্রাম গ্রামেগুলোতে সুসজ্জিত মিছিল সহকারে প্রার্থী মণিমালা দাস প্রচার করছেন ১ এপ্রিল। কৃষক পরিবারের, গরিব বাড়ির মহিলারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রার্থীকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করছেন। প্রচার পর্বে একদিকে কৃষকরা তাদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরছেন, অপর দিকে ১০০ দিনের কাজ না পাওয়া, আবাস যোজনায় বাড়ি না পাওয়া খেতমজুর, দিনমজুর বাড়ির মহিলারা তাদের দুর্দশা কথা তুলে ধরছেন জয়ী হয়ে যেন বিধানসভায় তুলে ধরেন। মিছিল যত গ্রামের ভিতর ঢুকেছে ঘর ছেড়ে মানুষ তত বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছেন প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। প্রার্থীর সঙ্গে হাঁটেন হারাধন ঘোষ, জয়শ্রী বিষ্ণু, সদানন্দ অধিকারী, শ্যামচাঁদ মাজি সহ এলাকার বহু কর্মী-সমর্থকরা। বিকালে চাকতেঁতুল গ্রামের বুথগুলোতে প্রচার করা হয়।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১ এপ্রিল : সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-১ এরিয়া কমিটি এলাকার সদস্য উত্তম দে (৭৪)-র জীবনাবসান হয়েছে। এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতদেহ এদিন হাসপাতাল থেকে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের দোগাছিয়া গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলে সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেত্রী অঞ্জু কর, সাখাওয়াত হোসেন, সুব্রত ভাওয়াল, প্রবীর দেবনাথ, কৌশিক সরকার প্রমুখ। নবদ্বীপ শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা হয়। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্ত্রী, পুত্র ও দুই কন্যা ও অসংখ্য সহযোদ্ধাকে।

—প্রথম পাতার পর

বাদ পড়ায় বিক্ষোভ জেলা জুড়ে

হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সনৎ ব্যানার্জী।

এছাড়াও এই অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন মেমারির প্রার্থী কৃষাণু ভদ্র। সিপিআই(এম) নেতা অভিজিৎ রায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পিযুষ বিশ্বাস, প্রশান্ত কুমার, কালু রায়, চিন্তা কোঙার জয়দেব ঘোষ প্রমুখ।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করুন। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা।

বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

QR কোড স্ক্যান করে সরাসরি আপনি টাকা পাঠাতে পারেন।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-